আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের শিকার দশম শ্রেনির ছাত্রী

আলমডাঙ্গায় প্রেমের অভিনয় করে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেনির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা গতকাল বুধবার (১ জুলাই) বিকালে থানায় এসে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।

কুষ্টিয়ায় ডিবির ভুয়া সদস্য আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ডিবি পুলিশের এক ভুয়া সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) দুপুরে মিরপুর থানা পুলিশ আটক ওই ভুয়া সদস্যকে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। এর আগে শুক্রবার (১৯ জুন) রাতে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে স্থানীয় থানায় সোপর্দ করে।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল কালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ওসি আবুল কালাম জানান, উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের আটিগ্রাম ধাপাড়ীপাড়া এলাকায় আমলা খামার পাড়ার নুরুজ্জামান খানের ছেলে ফিরোজ খান (৩০) ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বাড়াদী স্কুলপাড়ার মতিয়ার রহমান মন্টুর ছেলে পারভেজ হাসান ওরফে সুমন (৪০) নিজেদেরকে ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও মালামাল ছিনতাই করছিলো।

সেসময় তারা ওই গ্রামের আবুছদ্দিন মন্ডলের ছেলে আবু বক্কর মন্ডলের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ এগারো হাজার ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। বিষয়টি নিয়ে তার সন্দেহ হলে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তিনি ফিরোজ খানকে আটক করে স্থানীয় থানায় সোপর্দ করেন।

স্থানীয়দের দেখে ফিরোজ খানের সহযোগি পারভেজ হাসান ওরফে সুমন পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক জানান, দু’বছর আগে দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিকপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মাহাবুল হকের (৩২) সাথে বিয়ে হয় একই উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মিরাজ হোসেনের মেয়ে তৃষ্ণা খাতুনের (২৫)। বিয়ের পর তাদের সংসারে রয়েছে আসাদুজ্জামান (৯ মাস) নামে ফুটফুটে এক শিশু সন্তান।

এমন অবস্থায় পারিবারিক কলহের কারণে এক মাস আগে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মাহাবুল-তৃষ্ণার শিশু সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তৃষ্ণার মা চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলা পুলিশের ইউমেন্স সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বে থাকা উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক কাজ শুরু করেন। উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক উভয় পক্ষকে ডেকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক আরো জানান, পরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের মধ্যস্থতায় মাহাবুল ও তৃষ্ণা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবারও সংসার করতে রাজি হয় এবং তারা নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এতে পুলিশ সুপার মাহাবুল ও তৃষ্ণার সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তাদের সন্তান আসাদুজ্জামানকে ঈদ উপহার প্রদান করেন।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’ এর লাইভে ডিএমপির কমিশনার নাসিরুল্লাহ্

সংগঠনটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’। বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। ২০১৬ এর আগে অব্দি তারা কাজ করতো সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। ২০১৬ থেকেই তারা সামাজিক কাজটাকে ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক মূল লক্ষ্যকে দাঁড় করায় ‘স্কিল ডেভেলপমেন্ট’কে। এ পর্যন্ত কখনই

তারা তাদের কোনো ধরণের কার্যক্রমকে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আনেনি।

কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে মানুষ যেন বিনামূল্যেই ভালো কিছু শিখতে পারে ঘরে বসেই, সেজন্য ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এবার অনলাইন লার্নিং ভিত্তিক একটি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন, যেটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’। একটি গ্রুপের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দক্ষ মানুষকে ‘লাইভ শো’তে এনে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান (অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা

এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।

দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমানের জমির ধান কেটে দিলো চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার ট্যাংরামারি গ্রামের নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠে এক বিঘা জমির থান কেটে দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা।

অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবু তারেক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতেই শ্রমিক সংকট রয়েছে। এ অবস্থায় হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমান অর্থের অভাবে নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠের পাঁকা ধান কাটতে পারছিলেন না।

বিষয়টি জেলা পুলিশকে অবগত করেন কৃষক। পরে মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের ২০ সদস্য কৃষকের জমির ধান কেটে দেন। ধানগুলো শুকানো হলে ঝেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান অতিরিক্তি পুলিশ সুপার।

কৃষকের ধানা কাটায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়াটার কনক কুমার দাস, সদর থানার ওসি আবু জিহাদ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

তাদের শিশু সন্তান তাসনিম (০৫) আর্তচিৎকার করে বলে আমি বাবা মা দু’জনকেই চাই”। বিগত সাত বছর আগে গাইঘাটা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মোঃ মাসুদ রানা(১৯) এবং একই এলাকার মিম আক্তার(১৮) এর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ের বছরে বর কনের বয়স ছিল ১২/১৩ বছর অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। তখন এলাকার সচেতন কিছু ব্যক্তি তাদের এই বিয়ের বিষয়ে অভিভাবকদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক বিয়ে হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি কন্যা সন্তান তাসনিম(০৫) এর জন্ম হয়।

তাসনিমের চোখের সামনেই বাবা-মার ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ঘটে চলেছে। এককথায় একটি অসুস্থ পরিবার যেমনটি হওয়ার কথা ঠিক তেমনটিই। এরপর এই দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেবে।

পারিবারিক এ অস্থিরতা নিয়ে আমার নিকট অভিযোগ হলে, এসআই ভবতোষ এর মাধ্যমে এই পরিবারের সাথে জড়িত সকল অভিভাবককে থানায় ডেকে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, এক পর্যায়ে ছোট্ট মেয়ে শিশু তাসনিম কে

জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানায় সে বাবা-মা দু’জনকেই চাই অর্থাৎ সে চায় না কেউ কারো থেকে আলাদা থাক। আমাদের আলোচনা ও অবশেষে মেয়েটির আর্তনাদ এর কাছে বাবা-মার অভাব-অভিযোগ, মান -অভিমান ভেঙে যায়। তারা পুনরায় ঘর করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালোমতো বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বললেন। ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে দেন। তারা উভয়েই মেনে নেয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের গন্ডগোল, মারামারি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

গল্পটা এজন্য বলা হলো যে, এটি আসলে বাল্যবিবাহের প্রতিফল হিসেবে একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দম্পতির বর্তমান যে বয়স এটিই আসলে তাদের বিয়ের বয়স যা আরও সাত বছর আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ কখনো সমাজে সুস্থ কোন পরিবার তৈরি করে না বা করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার ডিএসবি দিয়ে ত্রাণ বঞ্চিত মানুষদের

খুজে ত্রাণ দিচ্ছেন

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান পিপিএম সোমবার সকালে ত্রাণ বঞ্চিত দুই শতাধিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহকর্মী, হতদরিদ্র, শ্রমিক ও নিম্নআয়ের মানুষদের খুঁজে বের করে তাদেরকে খাদ্য সহায়তা দিলেন আলহেরা ইসলামী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান ও ট্রাফিক ইনেন্সপেক্টার সালাউদ্দীনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন স্থানে এখনো যে সমস্ত হতদরিদ্র, শ্রমিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, দিনমজুর, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহকর্মী ও নিম্নআয়ের মানুষ যারা ত্রাণসামগ্রী পাননি তাদেরকে গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে খোঁজ করে খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছেন ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান পিপিএম।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে আছে চাল, ডাল, আলু, তেল, লবন।

এছাড়া তার সকল পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষার জন্য দিচ্ছেন মাস্ক, সাবান, হ্যান্ডসেনিটাইজার ।

পুলিশ সুপারের এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই ।

চুয়াডাঙ্গা’য় মটর শ্রমিক ও চা দোকানিদের মাঝে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের খাদ্য সহায়তা

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে করোনা‘র প্রাদুর্ভাবে ঘরবন্দী কর্মহীন পরিবারসমূহে ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় চুয়াডাঙ্গার মটর শ্রমিক ও চায়ের দোকানদারদের মাঝে ০২ মে, ২০২০

শনিবার, বিকাল ৩টায় ৪৫০টাকা মূল্যের ৫০ প্যাকেট খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা’র অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া খান ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানা’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ৩০জন মটর শ্রমিক ও ১৫জন চায়ের দোকানদার এবং ০৫জন সাউন্ড সিস্টেম অপারেটরের হাতে খাদ্য উপহার সমূহ তুলে দেন।

এসব খাদ্য উপহার এর মধ্যে ছিল চাউল, আলু, মসুর ডাল, ছোলা, সয়াবিন তেল, মুড়ি, মাস্ক।

এসব খাদ্য উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, উপ-সমন্বয়কারী মাহাবুবুর রহমান মুকুল সাহেদ জামাল ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচি নুঝাত পারভীন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় শ্রেষ্ট ওসি দর্শনা থানার মাহাবুবুর রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫টি থানার মধ্যে দর্শনা নবগঠিত থানা আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক বিষয়ে ১ম স্থানে আবস্থান করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় গত মার্চ-২০২০ মাসের জেলা আইন শৃঙ্খলা ভিডিও কনফারেন্স এর সভায় দর্শনা থানাকে শ্রেষ্ঠ থানা হিসাবে ঘোষনা করেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান, এসআই শরিফুল ইসলাম ও এএসআই মারুফুল ইসলামকে দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করায় শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসাবে নিবার্চন করেন।

মাদকসহ বিভিন্ন অভিযানে আসামী গ্রেফতার, অপরাধ দমনে দক্ষ ভুমিকা, দর্শনা থানার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল রাখার